দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 05 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

104

ছাত্র-সংঘর্ষ বন্ধ হোক

গত বুধবার ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে দুইদল ছাত্রের মধ্যে দিনভর বন্দুকযুদ্ধে দু'জন ছাত্রসহ অর্ধ শতাধিক ব্যক্তি আহত হওয়ার ঘটনা শুধু মর্মান্তিকই নয়, একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-সংঘর্ষ ও অস্ত্রের ঝনঝনানি কি মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁচেছে এ তারও রক্তক্ষয়ী বহিঃপ্রকাশ। ছাত্রাবাসের একটি কক্ষ দখলের পূর্ব-ঘটনার জের হিসাবে সংঘটিত সশস্ত্র ছাত্র-সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ রণক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার এবং এই ছাত্র-সংঘর্ষ কলেজের সন্নিহিত এলাকার বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতির ও তাতে পথচারীসহ বহুজনের আহত হওয়ার যে তথ্যভিত্তিক সচিত্র বিবরণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাতে আতঙ্কিতবোধ করা ছাড়াও আমাদের ছাত্রসমাজ ও জাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তিত হওয়ার কারণ আছে। দেশের বিভিন্ন উচ্চতম বিদ্যাপীঠে ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মারাত্মক ছাত্র-সংঘর্ষের অনেক বেদনাদায়ক ইতিহাস থাকলেও, একটি ছাত্রাবাসে পুলিশের তল্লাশির অব্যবহিত পরেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গত বুধবারের সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনা ব্যাপকতায় ও বেপরোয়া হয়ে উঠার দিক থেকে সব দুঃখজনক রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছে বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি, সন্ত্রাস ও ছাত্র-সংঘর্ষ এবং রক্তক্ষয়ী হানাহানি শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর, দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য আমরা বহুবার সংশ্লিষ্ট সব মহলের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছি, এ-ব্যাপারে সরকার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ছাত্র সংগঠনসমূহ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং অভিভাবক সমাজসহ সবার প্রতিই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের আহবানও বিশেষভাবে জনানো হয়েছে। তবুও গভীর বেদনার সঙ্গেই বলতে হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক শিক্ষাঙ্গনের সাম্প্রতিক ঘটনা এবং বিশেষভাবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ব্যাপক ছাত্র-সংঘর্ষের রক্তক্ষয়ী ঘটনা সন্ত্রাস ও সংঘর্ষ বন্ধে সক্রিয় সম্মিলিত উদ্যোগ ও কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব তুলে ধরেছে, ভবিষ্যত সম্পর্কেই ভাবনার কারণ ঘটিয়েছে। জনসাধারণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সমাজ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ-- সবাই যেন একশ্রেণীর ছাত্র ও শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসের কাছে একরূপ অসহায় ও জিম্মি। অন্যথায় পুলিশের চোখের সামনে সন্ত্রাস ও বন্দুকযুদ্ধ কিভাবে চলতে পারে!

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, ছাত্র-সংঘর্ষ, রক্তক্ষয়ী হানাহানি এবং বর্ণিত পরিস্থিতি কিছুতেই চলতে দেয়া যায় না। কেননা, এই অবাঞ্ছিত ও অশুভ প্রবণতা এবং জাতির ভবিষ্যত ছাত্র-সমাজের একশ্রেণীর মধ্যে চরম অসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব আরও ব্যাপ্তি লাভ করলে তা শুধু শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতই নষ্ট করবে না, পরিণামে জাতির ভবিষ্যতও হয়তো বিপন্ন করে তুলবে। সুতরাং, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মর্মান্তিক ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, শিক্ষাঙ্গনে যাতে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি ও সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ হয় সেজন্যে সরকার সুচিন্তিত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সব মহল নির্বাচিত সরকারকে সক্রিয় সহযোগিতা দেবেন এটাই একান্তভাবে কাম্য। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গৌরবময় ভূমিকা ও ঐতিহ্যের অধিকারী দেশের ছাত্র সমাজের প্রতি আমরা গভীরভাবে আস্থাবান। আমরা আশা করবো শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও সংঘর্ষ বন্ধে তারাও অগ্রণী এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবেন।